দৈনিক বাংলা

23 JAN 1996

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস সোমবার পবিত্র রমজান ও অমর একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী বইমেলা উদ্বোধনের পর বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন

মহানবীর সংযম ও শৃঙ্খলার আদর্শ অনুসরণ করুন ঃ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট

ইসলামী পুস্তক প্রদর্শনী ঃ ৭০টি দোকান ॥ ৩০টি নতুন বই আসছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ পবিত্র মাহে রমজান ও মহান একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে সোমবার থেকে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে ইসলামী পুস্তক প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন মাসব্যাপী এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে।

প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস গতকাল সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস ইসলামের কল্যাণমুখী নীতি ও মহানবীর (সাঃ) জীবনের আলোকে আত্মসংযম ও শৃঙ্খলাবোধের আদর্শ অনুসরণের জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, পবিত্র রমজান মাস আত্মশুদ্ধির সকল আদর্শকে বাস্তবরূপ দান করে। সামাজিক সংঘাত দূর করার জন্য সকলের এগুলো লালন করা উচিত। অনুষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব এম এ হান্নান এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সৈয়দ আশরাফ আলীও বক্তৃতা করেন।

এবারের পুস্তক প্রদর্শনীতে মোট ৭০টি বইয়ের দোকান রয়েছে। এছাড়া প্রদর্শনীর পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে টুপি, তসবিহ, জায়নামাজ, আতরসহ বিভিন্ন ধরনের আরো প্রায় ৫০/৬০টি দোকান খোলা হয়েছে।

প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকবে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবারসহ অন্যান্য ছুটির দিনে সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকবে। ইসলামী পুস্তক প্রদর্শনী উদ্বোধনের পরপরই গতকাল দুপুরে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখা গেছে, তখনও অধিকাংশ স্টল সাজানো-গোছানো শেষ হয়নি। একদিকে গোছানোর কাজ চলছিল, পাশাপাশি বিক্রিও চলছিল।

পুস্তক প্রদর্শনী কমিটির সভাপতি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান গ্রন্থাগারিক খান মোছলেহ উদ্দিন আহমদ গতকাল এই প্রতিনিধিকে জানান, এবারে প্রায় ৩০টির মত নতুন ইসলামিক বই প্রদর্শনীতে আসবে। এর মধ্যে মূলতঃ ইসলামী আকিদা, আইন, জীবনী গ্রন্থ, হাদিস ও কোরআনের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি জানান, এমনিতেই ফাউন্ডেশনের বই নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র থেকে ৩০/৩৫% কমিশনে বিক্রি হয়। পুস্তক প্রদর্শনীতে আরো ১৫% বেশী কমিশনে বিক্রি করা হবে। তিনি বলেন, প্রদর্শনী এক মাস চলবে। জনাব মোছলেহ উদ্দিন জানান, প্রতিটি স্টল আড়াই হাজার টাকা নিয়ে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ফাউন্ডেশন থেকে স্টলগুলি মোটামুটি সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি প্রদর্শনীকে আরো জাঁকজমকপূর্ণ করতে সুস্পষ্ট নীতিমালা এবং প্রদর্শনী এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রদর্শনীতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার ইসলামী বইয়ের স্টলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তিনি জানান, গতবারের চেয়ে এবার ১০টি বেশী স্টল স্থান পেয়েছে। স্টল বরাদ্দের লটারী নিয়ে কিছু অনিয়মের অভিযোগের সত্যতা তিনি স্বীকার করেন। স্টল বরাদ্দপ্রাপ্তরা অভিযোগ করেন যে, কিছু স্টল আগে থেকে নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের জন্য সংরক্ষিত রেখে বাকিগুলি বরাদ্দ দেয়া হয়- যা ফাউন্ডেশনের ঘোষিত নীতিমালার পরিপন্থী। এছাড়া কিছু প্রতিষ্ঠানকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে একাধিক স্টলও বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

সন্ধ্যার পর প্রদর্শনীর কিছু স্টলে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রথম দিন হিসাবে বেচো-বিক্রি খারাপ হয়নি। আধুনিক প্রকাশনীর নূর হোসাইন জানান, বোখারী শরীফ ও তাফিমুল কোরআনের চাহিদা বেশী। এছাড়া তাদের প্রকাশিত শফিউদ্দিন সরদারের গৌড় থেকে সোনারগাঁও, বার পাইকার দুর্গ এবং প্রেম ও পূর্ণিমা ঐতিহাসিক উপন্যাস তিনটি প্রথম দিনে ভালো বিক্রি হয়েছে। দারুল কোরআন স্টলের মালিক সিরাজুল হক জানান, রমজান মাস বলে কোরআন শরীফের ব্যাপক চাহিদা প্রথম দিনে তিনি লক্ষ্য করেছেন। এমদাদিয়া লাইব্রেরীর স্টলের আবদুর রশিদ, হাফেজ মোঃ ইসহাক ও অন্যারা জানান, স্টল বরাদ্দ নিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনিয়ম সংক্রান্ত ঝামেলার কারণে প্রথমদিনে তারা ঠিকমত স্টলই সাজাতে পারেননি। তবে তারা আশা করেন ২/১ দিনের মধ্যে প্রদর্শনী আরো জমজমাট হয়ে উঠবে। তারা জানান, তাদের স্টলে প্রথম দিনে কোরআন শরীফ এবং রমজান মাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের চাহিদা বেশী ছিল। নওমুসলিম কল্যাণ সংস্থার শরীফ আল মাহমুদ জানান, তারা ওয়াজ এবং ইসলামী গানের ক্যাসেট প্রথম দিন বেশ বিক্রি করেছেন।

আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলবে।